# যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কথা

সংখ্যাঃ ২, জুলাই, ২০১৯

**সম্পাদকীয়ঃ**

দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতা (EASRHR) দলিত সংস্থার একটি চলমান প্রকল্প যা দাতা সংস্থা AmplifyChange, UK এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলায় নারী এবং কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা অধিকার বিষয়ে ৪৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়ে কাজ করে। কমিউনিটি ক্লিনিক বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগান্তকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পদক্ষেপ এবং জনগনের সবচেয়ে দোরগোড়ায় অবস্থিত স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। কমিউনিটি ক্লিনিক জনগনের সবচেয়ে কাছাকাছি প্রতিষ্ঠান হলেও বেশীরভাগ জনগন এর সেবাদান সম্মন্ধে ততটা অবহিত ছিল না। বিশেষতঃ সমাজের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। দলিত পরিচালিত EASRHR প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের জনগনের কমিউনিটি ক্লিনিকমুখী করা যাতে সেখান থেকে স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে। প্রকল্পের এ পর্যায়ে জনগনের মাঝে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে দলিত জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা ও অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য 'যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য কথা' পত্রিকাটির ২য় সংখ্যা প্রকাশ করা হলো। পত্রিকাটি প্রকাশে প্রকল্পের সকল কর্মী ও স্টেকহোল্ডারগন কর্তৃক গঠনমূলক মতামত প্রদানের জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

**যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প**

**'Enhancing Awareness on Sexual and Reproductive Health & Rights (EASRHR)' Project**

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে AmplifyChange এর আর্থিক সহযোগিতায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রকল্পটি ১ম পর্যায়ে জুলাই ২০১৬ ইং থেকে জুন ২০১৮ইং পর্যন্ত কাজ শেষ হওয়ার পর ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪ ইউনিয়নের ৪০টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ফুলতলা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে (দামোদর, ফুলতলা, জামিরা, আটরা) ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক (ডাউকোনা, কারিকর পাড়া, নাউদাড়ী ও উত্তরডিহী) নিয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২০ইং প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

## EASRHR প্রকল্পে জানুয়ারী ২০১৯ থেকে জুন ২০১৯ইং সময়কালে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরুপঃ

### ১. কমিউনিটি (উঠান বৈঠক) দলের সভাঃ

প্রকল্পের কার্যক্রমের তথা সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কমিউনিটি দলের সভা একটি গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতি মাসে কমিউনিটি ক্লিনিক ভিত্তিক নির্বাচিত কমিউনিটিতে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সভা পরিচালনা করেন এবং প্রকল্প কর্মীরা তাদের সহায়তা করেন। সভায় যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা অধিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতি মাসে ১৫টি কমিউনিটিতে ১৫টি করে কমিউনিটি সভা (উঠান বৈঠক) পরিচালনা করা হয়। গত জানুয়ারী ২০১৯ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পে মোট ৯০ টি কমিউনিটি দলের সভা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং উক্ত সভায় ৬২০ জন পুরুষ ও ১,১৮০ জন নারীসহ সর্বমোট ১,৮০০ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটি দলের সভার মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবা, ঋতুকালীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, বয়ঃসন্ধিকাল, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্যসেবা, শিশু স্বাস্থ্য, জেন্ডার সমতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে জনগনকে অবহিত করা হয়।

## ২. কমিউনিটি গ্রুপ (সিজি) সভাঃ

কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবায় জনগনের অংশগ্রহন ও বিদ্যমান স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাভুক্ত গ্রাম/এলাকা সমূহের জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি'ই হলো কমিউনিটি গ্রুপ। এই প্রকল্পের আওতায় ডুমুরিয়া উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নে ৪০টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ফুলতলা উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিমাসে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে কমিউনিটি গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিউনিটি ক্লিনিকের পরিচালনা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, সেবার মান, দেয় সুবিধা ও সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের করণীয় ও অন্যান্য কার্যাবলী নির্ধারন করা হয়। এ পর্যন্ত কমিউনিটি গ্রুপের মাসিক সভায় মোট ২,১৫২ জন পুরুষ ও ১,৬৯৬ জন নারী সদস্য সহ মোট ৩,৮৪৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

## ৩. ইউনিয়ন পরিষদে আলোচনা সভাঃ

প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে কমিউনিটি ক্লিনিক ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার ছিল না। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জরুরী। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয় এবং এর ফলে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ফলে কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নীত হয়েছে। বিগত জানুয়ারী ২০১৯ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে মোট ৪টি ইউনিয়নে ৪টি আলোচনা সভা করা হয়েছে। আলোচনা সভায় মোট ৪৬ জন পুরুষ ও ১৬ জন নারী উপস্থিত ছিলেন।

## ৪. ওয়াচ গ্রুপ সভাঃ

বর্তমানে প্রকল্পের ফুলতলা অফিসের আওতায় ৪টি ইউনিয়নে ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি ওয়াচ গ্রুপে মোট সদস্য সংখ্যা ৯ জন এবং সে মোতাবেক ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকে মোট সদস্য সংখ্যা ৩৬ জন। প্রকল্প কর্মী প্রতি মাসে ৪টি ওয়াচ গ্রুপের সাথে সভা করেন। সভায় বিগত মাসের কাজের পর্যালোচনা ও পরবর্তী মাসের কর্মপরিকল্পনা করা হয়। ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগন তাদের কাজের প্রতিবেদন ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এছাড়া উঠান বৈঠক, প্রতিমাসে জনপ্রতি ৫টি খানা পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান, কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন, ইউনিয়ন মাসিক সমন্বয় সভায় অংশগ্রহন ও সি আর সি ডাটা সংগ্রহ করেন। ৬ মাসে ওয়াচ গ্রুপের সভায় সর্বমোট ২১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

## ৫. প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণঃ

গত ১৬/২/২০১৯ থেকে ২০/২/২০১৯ ও ২৩/২/২০১৯ থেকে ২৭/২/২০১৯ইং তারিখ ও ৯/৩/২০১৯ থেকে ১৩/৩/২০১৯ইং পর্যন্ত মোট ৩টি ব্যাচে ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ৬৯ জন নারী ও ৩৬ জন পুরুষসহ মোট ১০৫ জন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় সিজি ও সিএসজি-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশিক্ষণে আলোচনা করা হয়।

## ৬. স্কুল প্রোগ্রামঃ

মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ঋতুচক্র ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক আলোচনা করার লক্ষ্যে ডুমুরিয়া উপজেলার কয়েকটি বিদ্যালয় বাছাই করা হয়। বিগত জানুয়ারী থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ছয় মাসে মোট ৭টি বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের নিয়ে যৌন প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭টি বিদ্যালয়ে মোট ১,২২৯ জন ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়গুলো হলো-পল্লীশ্রী বালিকা বিদ্যালয়, কে.আর.এ.ডি বালিকা বিদ্যালয়, ডুমুরিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, চুকনগর বালিকা বিদ্যালয়, রংপুর বালিকা বিদ্যালয়, কুলোটি বালিকা বিদ্যালয় ও শাহ্পুর বালিকা বিদ্যালয়।

## ৭. এ্যাডভোকেসী প্রশিক্ষণঃ

গত ২০/২/২০১৯ইং তারিখে ফুলতলা প্রকল্প অফিসে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের এ্যাডভোকেসী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় ওয়াচ গ্রুপের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগন কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ধারনা লাভ করেন, কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপকে শক্তিশালীকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং সঠিকভাবে কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা করার কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন। ফুলতলা উপজেলার ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাধীন ১২ জন পুরুষ ও ২৪ জন নারী ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ছিল উক্ত প্রশিক্ষণের অংশগ্রহনকারী।

### ৮. জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভাঃ

২৪/০৪/২০১৯ইং তারিখে জেলা পর্যায়ে মত বিনিময় সভা খুলনা সার্কিট হাউস কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন খুলনা জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব ও সভার শুভ উদ্বোধন করেন জনাব ডাঃ এ,এস,এম আব্দুল রাজ্জাক, সিভিল সার্জন, খুলনা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা; উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, খুলনা; নির্বাহী পরিচালক, স্বপন কুমার দাস, দলিত; ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের ওয়াচ গ্রুপ ও সিজি গ্রুপের সদস্যা/সদস্যাবৃন্দ। সভায় উপস্থিত বিশেষ অতিথি উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর; উপ-পরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও উপ-পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের অধিদপ্তরের সেবা সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন তাদের সেবা গ্রহনে সবাইকে উৎসাহিত করেন। ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগন ক্লিনিকের কিছু সীমাবদ্ধতার বিষয় উল্লেখ করেন যেমনঃ কোন কোন ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনায় কমিউনিটি গ্রুপ ও কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের দায়িত্ব পালনে অনীহা; চাহিদা মাফিক ঔষধ সরবরাহ না থাকা; ক্লিনিকে কেয়ার টেকার ও প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব; টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানির সীমাবদ্ধতা; কমিউনিটি ক্লিনিকের তহবিল যোগানে সীমাবদ্ধতা; কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব প্রভৃতি। মতবিনিময় সভায় ৪২ জন পুরুষ ও ১৯ জন নারীসহ মোট ৬১ জন উপস্থিত ছিলেন।

### ৯. ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা দিবস উদযাপনঃ

গত ২৮/৫/২০১৯ইং তারিখে ফুলতলা উপজেলায় ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি র‍্যালী উপজেলা চত্বর প্রদক্ষিণ করতঃ শহীদ হাবিবুর রহমান হল মিলনায়তনে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দলিত সংস্থার কর্মসূচী প্রধান (রাইটস্ এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্স) জনাব বিকাশ কুমার দাস, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুলতলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব আক্তার হোসেন, শিক্ষক- দামোদর কারিকরপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়; সমাজ সেবক, ফুলতলা উপজেলার ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক প্রশ্নের উপর কুইজ প্রতিযোগিতায় উপস্থিত সদস্যগন অংশগ্রহন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি মহোদয়- এর মাধ্যমে ৫জন সেরা প্রতিযোগিকে পুরষ্কৃত করা হয়।

### ১০. সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড (সিআরসি) প্রশিক্ষণঃ

স্থানীয় পর্যায়ে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার এডভোকেসী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়েছেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যগন। সিটিজেন রিপোর্ট কার্ডে বর্ণিত তথ্যসমূহ সংগ্রহের মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার মানের অগ্রগতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। সিটিজেন কার্ডের মাধ্যমে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য গত ২১/৩/২০১৯ইং তারিখে ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদেরকে ফুলতলা প্রকল্প অফিসে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ফুলতলা অফিসের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজার (সিডিও)। প্রশিক্ষণে ১২ জন পুরুষ ও ২৪ জন নারী সহ মোট ৩৬ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওয়াচ গ্রুপের সনদস্যগন নির্ধারিত ফরমেটের মাধ্যমে সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড তথ্য সংগ্রহ করেন।

### ১১. পথনাটকঃ

পথনাটক গ্রাম বাংলার একটি বড় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সকল বয়সী লোকজন নারী পুরুষ নির্বিশেষে পথনাটকের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অতি প্রবল। যেকোন তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে পথনাটকের ভূমিকা অনেক। EASRHR প্রকল্পের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রচারের নিমিত্তে প্রকল্পটি ডুমুরিয়া উপজেলায় ৫টি ও ফুলতলা উপজেলায় ২টি পথনাটকের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৩৯ পুরুষ ও ৫২৯ জন নারীসহ মোট ৭৬৮ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

### ১২. স্টেকহোল্ডারদের সাথে লিংকেজ ও তথ্য বিনিময়ঃ

প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই উপজেলা ও জেলা প্রশাসনসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে মত ও তথ্য বিনিময় চলমান রয়েছে। উপজেলা ও কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে সরকারীভাবে অনুষ্ঠিত পুষ্টি মেলায় প্রকল্পের কর্মীগন উপস্থিত থেকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও অধিকার বিষয়ক তথ্য বিনিময় করেন। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে সরকারীভাবে আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সাথে দলিত অংশগ্রহন করতঃ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য ও ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করেছে। উপজেলা প্রশাসন প্রতি মাসে বেসরকারী সংস্থাদের নিয়ে সমন্বয় সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় উপস্থিত হয়ে প্রকল্প কর্মীগণ যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপনা ও আলোকপাত করে থাকেন।

**EASRHR** প্রকল্পের এ পর্যায়ে (জানুয়ারী ২০১৯ইং - জুন ২০১৯ইং) যে ফলাফলগুলো অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

**ফলাফলঃ**

- এস, আর, এইচ,আর বিষয়ক সচেতনতা বেড়েছে।
- অধিকাংশ কমিউনিটি ক্লিনিকে তহবিল যোগান শুরু হয়েছে। তহবিলের টাকা দিয়ে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ক্রয়, ক্লিনিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, টয়লেট সামগ্রী ক্রয় ও বিদ্যুত বিল পরিশোধ করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কিশোরী ছাত্রীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা হিসেবে স্যানিটারী প্যাড মজুদ রাখা ও সরবরাহ করা হচ্ছে।
- কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাকে স্থায়ীত্ব করার জন্য রোগীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে ২ টাকা হারে চাঁদা দিচ্ছে।
- ক্লিনিকের চাঁদার টাকা দিয়ে প্রেসার পরিমাপক যন্ত্র, ডায়াবেটিক মাপার যন্ত্র ক্রয় করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী ক্রয়, বিদ্যুত বিল ইত্যাদি খরচ বহন করা হচ্ছে।
- কোন কোন ক্লিনিকে নিষ্ক্রিয় সদস্য পরিবর্তন করে সক্রিয় সদস্যকে কমিটির আওতায় আনা হয়েছে।
- ক্লিনিকগুলোতে প্রতিমাসে নিয়মিত CG সভা করার ফলে CG কমিটি আগের তুলনায় শক্তিশালী হয়েছে।

**পরিবর্তনঃ**

- কমিউনিটি ক্লিনিকে কিশোর-কিশোরী ও যুবনারীগণ যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ গ্রহন করছে।
- উঠান বৈঠকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ তৈরী হয়েছে।
- পরিবারে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য স্যানিটারী প্যাডের প্রচলন বেড়েছে।
- যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা ও জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

**শিক্ষণীয়ঃ**

- সমাজে মাসিক ঋতুস্রাব একটি লজ্জাকর ও গোপনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত বিধায় এ সংক্রান্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে একে অন্যের সাথে মতবিনিময় করে না। তাছাড়া ঋতুস্রাব নিয়ে নানাবিধ কুসংস্কার, জড়তা, অসচেতনতা, নারীর প্রতি অবহেলা ইত্যাদি ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার অন্তরায়। ফলে ঋতুকালীন সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহন না করায় নারীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জরায়ুজনিত নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয় এমনকি অকাল মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে।
- কমিউনিটি গ্রুপ মিটিং, ওয়াচ গ্রুপ মিটিং, ঋতুকালীন দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে যার ফলে-
  - ঋতুকালীন কুসংস্কার হ্রাস পেয়েছে।
  - ঋতুকালীন সময়ে পুরাতন কাপড়ের ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান বেড়েছে এবং স্যানিটারী ন্যাপকিন প্যাডের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বেড়েছে।
  - ঋতুকালীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে পুরুষদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
  - পারিবারিক বাজেটে ঋতুকালীন খরচ অন্তর্ভুক্ত করতঃ পুরুষদের স্যানিটারি ন্যাপকিন প্যাড ক্রয়ে সচেতনতা বেড়েছে।
  - স্কুল প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের মাঝে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার গুরুত্ব বেড়েছে।
- গর্ভবতীদের স্বাস্থ্য চেকআপ না করা, ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞান কম, বাল্যবিবাহ ও বাল্যগর্ভধারণ, পুরুষদের/ অভিভাবকদের অবহেলা, ধর্মীয় কুসংস্কার, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, প্রসবকালীন প্রস্তুতি না থাকা, আর্থিক অনটন ইত্যাদি কারনে নানাবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

## কেস স্টোরীঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্যানিটারী প্যাডের প্রচলন

ডুমুরিয়া উপজেলার মাগুরখালী ইউনিয়নের শিবনগর গ্রামে ১৯৭৯ সালে তপোবন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যা ৯ জন শিক্ষক ও ৩ জন শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত। মোট ছাত্র সংখ্যা ১১৭ জন ও ছাত্রী সংখ্যা ১৩৩ জন অর্থাৎ মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৫০। অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা দীপা মন্ডল শারিরীক শিক্ষা ক্লাস পরিচালনা করেন। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে EASRHR প্রকল্পের মাধ্যমে দলিত কর্তৃক শিবনগর কমিউনিটি ক্লিনিকে ওয়াচ গ্রুপ গঠন করা হয়। কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতি মাসে ওয়াচ গ্রুপ একটি করে মাসিক সভা সম্পাদন করেন। মাসিক সভার মাধ্যমে তারা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করেন। ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি ইলা বৈরাগী ও সমাজসেবক সদস্য স্মৃতি রায় তপোবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শারিরীক শিক্ষিকা দীপা মন্ডলের সাথে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। দীপা মন্ডল বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহন করেন। পরবর্তীতে দীপা মন্ডল বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে বিষয়টা আলোকপাত করেন। জুলাই/ ২০১৮ সাল থেকে তারা বিদ্যালয়ে স্যানিটারী প্যাড সংগ্রহ করে রাখেন। বিশেষ করে প্রথম মাসিক পিরিয়ড যেসকল ছাত্রীদের হবে তাদের জন্য। প্রয়োজনে অন্যান্যরাও তা ব্যবহার করতে পারবেন। স্কুল শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তাদের বিদ্যালয়ের মত অন্যান্য বিদ্যালয়েও স্যানিটারী ন্যাপকিন/ প্যাড সংগ্রহ করার কাজে সহযোগিতা করবেন যাতে তারাও কিশোরীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রতি সমান গুরুত্ব দেন।

**সম্পাদক:**
স্বপন কুমার দাস, নির্বাহী পরিচালক, দলিত
৩৭/১, কেদারনাথ সড়ক, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা- ৯২০৩
ফোনঃ ০৪১-৭৭৫০১৮ মেইল: dalitkhulna@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dalitbd.org

**প্রকল্প বাস্তবায়নে:**
**Dalit**
**অর্থায়ণে:**
**AmplifyChange, UK**